গুনাহের ক্ষতি সমূহ

17 May 2018

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Sisters)

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা জাবির বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **তাজেদারে মদীনায়ে মুনাওয়ারা, সুলতানে মক্কায়ে মুকাররমা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ইরশাদ হচ্ছে: "مَنْ اَدْرَکَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَلَمْ يَصُمْهُ فَقَدْ شَقِیَ অর্থাৎ যে রমযান মাস পেলো এবং এর রোযা রাখলো না, সেই ব্যক্তি হতভাগা, وَمَنْ اَدْرَکَ وَالِدَيْهِ اَوْ اَحَدَهُمَا فَلَمْ يَبِرَّهُ فَقَدْ شَقِیَ অর্থাৎ যে নিজের পিতামাতা বা কোন একজনকে পেলো এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করলো না, সেও হতভাগা, وَمَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَیَّ فَقَدْ شَقِیَ এবং যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পড়লো না, সেও হতভাগা।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৩য় খন্ড, ৩৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৭৭৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)**

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো।

☆ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ☆ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ☆ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ,اُذْكُرُ الله! ,تُوْبُوْا اِلَى الله! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। ☆ বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো। ☆ বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোর প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। ☆ যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ এর জান্নাতরূপী বাণীঃ

হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারেসী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন; **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শাবান মাসের শেষ দিনে ইরশাদ করেন: "হে লোকেরা! তোমাদের নিকট মহত্বপূর্ণ বরকতময় মাস এসেছে, মাসটি এমন যে, তাতে একটি রাত (এমনি রয়েছে যা) হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম, এই (মোবারক মাসের) রোযা **আল্লাহ তায়ালা** ফরয করেছেন আর এর রাতে কিয়াম করা সুন্নাত, যে ব্যক্তি এতে নেক কাজ করে, তবে তা এমন, যেন অন্যান্য মাসে ফরয আদায় করলো এবং এতে যে ফরয আদায় করলো, তবে তা এমন, যেন অন্যান্য দিনে সত্তরটি ফরয আদায় করলো। এই মাস হলো, ধৈর্যের আর ধৈর্যের বিনিময় হচ্ছে জান্নাত এবং এই মাস হচ্ছে সমবেদনা জ্ঞাপন ও কল্যাণ কামনার আর এই মাসে মু'মিনের রিযিক বাড়িয়ে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি এতে রোযাদারকে ইফতার করায়, তবে তা তার গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ। আর তার গর্দান আগুন থেকে মুক্ত করে দেয়া হবে এবং এই ইফতার করানো ব্যক্তিও তেমনি সাওয়াব পাবে, যেমন রোযা পালনকারী পায়, তবে এতে তার (রোযাদারের) প্রতিদানে কোনরূপ কমতি হবে না।" আমরা আরয করলাম: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই এমন জিনিস পাই না, যা দ্বারা রোযাদারদের ইফতার করাবে। **নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **"আল্লাহ তায়ালা** এ সাওয়াব

ওই ব্যক্তিকে দান করবেন, যে এক চুমুক দুধ কিংবা একটি খেজুর অথবা এক চুমুক পানি দ্বারা রোযাদারকে ইফতার করায় আর যে ব্যক্তি রোযাদারকে পেট ভরে আহার করায়, তাকে **আল্লাহ তায়ালা** আমার 'হাওয' থেকে পান করাবেন, ফলে সে কখনও পিপাসার্ত হবে না, এমনকি জান্নাতে প্রবেশ করে নেবে। এটা হচ্ছে সেই মাস, যার প্রথমাংশ হচ্ছে (অর্থাৎ প্রথম দশদিন) 'রহমত' এবং এর মধ্যভাগ (অর্থাৎ মধ্যভাগের দশদিন) 'মাগফিরাত' আর শেষাংশ (অর্থাৎ শেষ দশদিন) 'জাহান্নাম থেকে মুক্তি'। যে ব্যক্তি তার কর্মচারীর প্রতি এ মাসে কাজকর্ম সহজ করে দেয়, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেবেন। এই মাসে চারটি কাজ অধিক পরিমাণে করো, এর মধ্যে দু'টি হচ্ছে এমন, যার মাধ্যমে তুমি তোমার **প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা**কে সন্তুষ্ট করবে আর অবশিষ্ট দু'টির প্রতি তুমি অমুখাপেক্ষী নও। সুতরাং ঐ দু'টি কাজ, যা দ্বারা তোমরা আপন **প্রকিপালক আল্লাহ তায়ালা**কে সন্তুষ্ট করবে, তা হলো (১) لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه এ মর্মে সাক্ষ্য দেয়া এবং (২) ক্ষমা প্রার্থনা করা। আর যে দু'টি থেকে তোমরা অমুখাপেক্ষী নও, তা হলো: (১) **আল্লাহ তায়ালা**র থেকে জান্নাত প্রার্থনা করা এবং (২) জাহান্নাম থেকে **আল্লাহ তায়ালা**র আশ্রয় প্রার্থনা করা।"

(ইবনে খুযাইমা, ৩য় খন্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৮৮৭ ও ফয়যানে রমযান (সংশোধিত), ২৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদের সৌভাগ্য যে, আবারো একবার **আল্লাহ তায়ালা** আমাদেরকে রমযানুল মোবারকের মাস দেখা নসীব করেছেন, এই মোবারক মাসের উপস্থিতি হতেই **আল্লাহ তায়ালা**র দয়া ও অনুগ্রহে রহমতের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং ব্যাপকহারে মাগফিরাতের বার্তা বন্টন করা হয়, সুতরাং আমাদের এর আগমনে অধিকহারে খুশি প্রকাশ করা উচিৎ এবং একে স্বাগত জানানোর জন্য পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি করা উচিৎ, এখনিই যেই হাদীসে পাক আপনাদের সামনে বর্ণনা করা হয়েছে, তাদ্বারা রমযানুল মোবারক মাসের রহমত, বরকত এবং মহত্বের অনুমান করা যায়। যেমনটি আপনারা পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, এই মোবারক মাসে নফল ইবাদতের সাওয়াব ফরযের সমান এবং ফরযের সাওয়াব সত্তর গুণ বাড়িয়ে দেয়া হয় আর অনুরূপভাবে এই মাসে রোযাদার ইফতার করানো ব্যক্তিদের মাগফিরাতও করে দেয়া হয় এবং মুমিনের রিযিকও বৃদ্ধি করে দেয় হয়, এছাড়াও আরো অসংখ্য রহমত

এবং বরকত এই মাসে অর্জিত হয়, সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, আমরা এই পবিত্র মাসে মন খুলে সদকা ও খয়রাত করা এবং বেশি বেশি ইবাদত করা, বিশেষকরে কলেমা শরীফ অধিক সংখ্যক হারে পাঠ করে এবং বারবার ইস্তিগফার করে অর্থাৎ বেশি বেশি তাওবা করার মাধ্যমে **আল্লাহ তায়ালা**কে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা উচিৎ। **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট জান্নাতে প্রবেশাধিকার এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য অনেক বেশিহারে আবেদন করা উচিৎ। আহ! যদি আমরা গুনাহগারদের রমযান মাসের উসিলায়, **মক্কী মাদানী সুলতান, মাহবুবে রহমান** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রহমতপূর্ণ হাতে জাহান্নাম থেকে মুক্তির বার্তা অর্জিত হয়ে যায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যেমনিভাবে রমযানুল মোবারকে নেক আমল করা খুবই সৌভাগ্যের বিষয়, তেমনিভাবে গুনাহ করাও অনেক ক্ষতির কারণ, হওয়াতো উচিৎ ছিলো যে, এই মাসে অধিকহারে ইবাদত করে **রব তায়ালা**কে সন্তুষ্ট করা, কিন্তু আফসোস! অনেকে এমনও হয়, যারা এই মাসেও গুনাহ থেকে বিরত থাকেনা, নামাযের খেয়াল থাকে না, রোযার আশেপাশেই থাকেনা বরং এই পবিত্র মাসেও সিনেমা, নাটক, মিথ্যা, গীবত, চুগলী এবং না-জানি কতযে গুনাহে লিপ্ত থাকে, অনুরূপভাবে রমযানুল মোবারকের পবিত্র রাতগুলোতে আমাদের কিছু সংখ্যক যুবক ইসলামী ভাই মহল্লায় ক্রিকেট, ফুটবল ইত্যাদি খেলাধুলায় লিপ্ত থাকে, অনেক শোরগোল করে আরে এমনিভাবে এরা নিজেরা তো ইবাদত থেকে বঞ্চিত থাকে, এবং অন্যান্যদের জন্যও খুবই পেরেশানীর কারণ হয়। না নিজেরা ইবাদত করে, না অন্যান্য লোককে ইবাদত করতে দেয়। এ ধরণের খেলাধুলা **আল্লাহ তায়ালা**র স্মরণ থেকে উদাসীন করে দেয়। নেককার লোকেরা সর্বদা এসব খেলাধুলা থেকে দূরে থাকেন। নিজেদের খেলাতো দূরের কথা, এমন খেল-তামাশা দেখেনও না; বরং এ ধরণের খেলাধূলার কথাবার্তা (COMMENTARY)ও শুনেন না। সুতরাং আমাদেরও এসব কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত। বিশেষ করে রমযানুল মোবারকের বরকতময় মুহূর্তগুলোকে এভাবে কখনো বিনষ্ট করা উচিৎ নয়। **(ফয়যানে সুন্নাত, ৬৭৩ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! রমযানুল মুবারকের পবিত্রতাকে পদদলিতকারীদের সম্পর্কে কতইনা কঠোর শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে, আসুন! শুনুন এবং শিক্ষা গ্রহন করুন।

রমযানে গুনাহ সম্পাদনকারী

হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে হানী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا থেকে বর্ণিত: **আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমার উম্মত অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মাহে রমযানের প্রতি কর্তব্য পালন করতে থাকবে।" আরয করা হলো: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! রমযানের প্রতি কর্তব্য পালন না করলে তাদের অপমানিত হওয়া কি?" **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "ঐ মাসের মধ্যে তাদের হারাম কাজ করা।" তারপর ইরশাদ করলেন: "যে ব্যক্তি এ মাসে যিনা করেছে কিংবা মদ পান করেছে, আগামী রমযান পর্যন্ত **আল্লাহ তায়ালা** ও যত সংখ্যক আসমানী ফিরেশতা রয়েছে সবাই তার উপর লানত করে। সুতরাং ঐ ব্যক্তি যদি পরবর্তী রমযান মাস আসার পূর্বে মারা যায়, তবে তার নিকট এমন কোন নেকী থাকবেনা, যা তাকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাতে পারে। সুতরাং তোমরা মাহে রমযানের ব্যাপারে ভয় করো। কেননা, যেভাবে এ মাসে অন্যান্য মাসের তুলনায় নেকী (সাওয়াব) বৃদ্ধি করে দেয়া হয় তেমনি গুনাহগুলোর বিষয়ও।"

(মু'জামে সগীর লিত তাবারানী, ৬৪৭ পৃষ্ঠা ও ফয়যানে সুন্নাত, ৬৬৮ পৃষ্ঠা)

تُوۡبُوۡا اِلَی اللّٰہ! اَسۡتَغۡفِرُ اللّٰہ

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

অসম্মান কারীরা সাবধান!

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা দেখলেন তো! রমযানুল মোবারক মাসের গুরুত্বকে পদদলিত কারীদেরকে এই হাদীসে পাকে কিরূপ ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে, সুতরাং কেঁপে উঠুন এবং রমযান মাসের অসম্মান করা থেকে বেঁচে থাকার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করুন। যদি আমরা অপমান ও অপদস্থতা থেকে বাঁচতে চাই তবে আমাদের রমযানের সম্মান ও আদব রক্ষা করতে হবে, এ বরকতময় মাসে

অন্যান্য মাসের তুলনায় যে ভাবে নেকীসমূহকে বৃদ্ধি করে দেয়া হয়, তেমনিভাবে অন্যান্য মাসের তুলনায় গুনাহ সমূহের ধবংসাত্মক প্রভাবও বৃদ্ধি পেয়ে যায়। রমযান মাসে মদ্যপায়ী ও ব্যভিচারীরাতো এতোই হতভাগ্য যে, আগামী রমযানের পূর্বে মৃত্যুবরন করলে তবে তার নিকট এমন কোন নেকী থাকবে না, যা তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে পারবে। মনে রাখবেন! চোখের যিনা হচ্ছে কুদৃষ্টি, হাতের যিনা হচ্ছে-পরনারীকে কিংবা যৌন প্রবৃত্তিসহকারে 'আমরাদ' (দাঁড়ি গজায়নি এমন বালক)-কে স্পর্শ করা। সুতরাং সাবধান! সাবধান! সাবধান! বিশেষ করে, রমযান মাসে বিশেষকরে নিজেকে কুদৃষ্টি ও সুশ্রী বালকের প্রতি কুদৃষ্টি প্রদান করা থেকে বিরত রাখুন। যথাসম্ভব **"চোখের কুফ্‌লে মদীনা"** লাগিয়ে নিন অর্থাৎ দৃষ্টিকে নত রাখার পূর্ণাঙ্গ চেষ্টা করুন। আফসোস! শত কোটি আফসোস! অনেক সময় নামাযী এবং রোযাদারও রমযান মাসের অসম্মান করে **মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালার** ক্রোধের শিকার হয়ে দোযখের আযাবে গ্রেফতার হয়ে যায়।

অন্তরে কালো দাগ পড়ে যায়

হাদীসে মোবারাকায় এসেছে যে, "যখন কোন মানুষ গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। দ্বিতীয়বার গুনাহ করলে ২য় বার কালো দাগ পড়ে, এমনিভাবে তার অন্তর ধীরে ধীরে কালো হয়ে যায়। ফলে ভাল কথাও তার অন্তরে কোন প্রভাব বিস্তার করে না।" **(দুররে মনছুর, ৮ম খন্ড, ৪৪৬ পৃষ্ঠা)** এখন স্পষ্ট যে, যার অন্তর কালো হয়ে গেছে তার অন্তরে ভালো কথা, উপদেশ কিভাবে প্রভাব ফেলবে? রমযান মাস হোক কিংবা রমযান ব্যতীত অন্য মাস এ ধরনের মানুষের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাটা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। তার অন্তর নেকীর দিকে ঝুঁকেই না। যদিও সে নেকীর দিকে এসেও যায় তাহলে প্রায় তার অন্তর সে ময়লার কারণে নেকীর সাথে ভালভাবে লাগতে পারে না এবং সে সুন্নাতে ভরা মাদানী পরিবেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার বাহানা খোঁজার চিন্তায় ব্যস্ত থাকে। তার অন্তর তাকে দীর্ঘ আশার স্বপ্ন দেখায়, অলসতা তাকে ঘিরে রাখে, আর সেই দুর্ভাগা সুন্নাতে ভরা মাদানী পরিবেশ থেকে দূরে ছিটকে পড়ে। রমযান মাসের মোবারক সময়গুলো মাঝে মধ্যে সম্পূর্ণ রাত এ সমস্ত লোকেরা খেলাধুলা, গান বাজনা, তাস, দাবা, গল্প ইত্যাদিতে নষ্ট করে দেয়।

অন্তরের কালো দাগের চিকিৎসা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই কালো অন্তরের চিকিৎসা অত্যন্ত জরুরী এবং এই চিকিৎসার একটি কার্যকরী মাধ্যম হচ্ছে পীরে কামেল, অর্থাৎ কোন বুযুর্গ ব্যক্তির হাতে হাত রেখে বাইয়াত গ্রহণ করা, যিনি পরহেযগার ও সুন্নাতের অনুসারী। যার সাক্ষাৎ আল্লাহ ও রাসুল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্মরণ করিয়ে দেয়। যার কথা নামায ও সুন্নাতের প্রতি ধাবিত করে। যার সংস্পর্শ মৃত্যু ও আখিরাতের প্রস্তুতির প্রেরণা বৃদ্ধি করে। যদি এরূপ পীরে কামেল পেয়ে যায় তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অন্তরের কালো দাগের চিকিৎসা অবশ্যই হয়ে যাবে। (ফয়যানে সুন্নাত, ৬৭০ পৃষ্ঠা) আর **আল্লাহ তায়ালার** বিশেষ দয়া যে, তিনি প্রত্যেক যুগে যুগে **তাঁর প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের সংশোধনের জন্য আউলিয়ায়ে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام সৃষ্টি করেছেন। যারা তাদের মুমিন সূলভ কৌশল ও অর্ন্তদৃষ্টির মাধ্যমে মানুষদের এই মানসিকতা প্রদান করেন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** (اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ) বর্তমান যুগে কামিল মুর্শিদের একটি যোগ্য উদাহরণ হলেন শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه, যাঁর বিলায়তের দৃষ্টি লাখো মুসলমানের বিশেষকরে যুবকদের জীবনে মাদানী পরিবর্তন সাধিত করে দিয়েছেন। যে ইসলামী ভাইয়েরা কোন পীরের মুরীদ হননি তাদের খেদমতে পরামর্শ সূলভ আরয করছি যে, নিজের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের এই যুগের সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়ার মহান বুযুর্গ এবং মহান ইলমী ও রূহানি ব্যক্তিত্ব, শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুরীদ হয়ে যান। নিঃসন্দেহে মুরীদ হওয়াতে ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নেই, উভয় জগতে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উপকারীই উপকার। কে জানে কখন তাঁর দৃষ্টি আমাদের উপর পরে যায় এবং আমাদের জাহির ও বাতিনের সকল ময়লা এবং অন্তর ও চিন্তার সকল কালোত্ব ধুয়ে দেয়।

মনে রাখবেন! কোন ব্যক্তিকে সর্বদা গুনাহে লিপ্ত দেখে তার সম্পর্কে কখনোই এরূপ বলার অনুমতি নেই যে, এর অন্তরে মোহর লেগে গেছে বা এর অন্তর কালো হয়ে গেছে, তাইতো নেকীর দাওয়াত এর উপর প্রভাব কিস্তার করেনা।

নিঃসন্দেহে **আল্লাহ তায়ালা** এই বিষয়ে ক্ষমতাবান যে, তাকে তাওবার তৌফিক দান করে দেয়ার, যাতে সে সঠিক পথের দিশা পায়। তাই কারো পিছে পরার পরিবর্তে নিজের জাহির ও বাতিনকে সজ্জিত করার চেষ্টা করুন। **আল্লাহ তায়ালা** আমাদের অন্তরের কালোত্বকে দূর করে দিন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! রমযানে গুনাহ করার ব্যাপারে একটি শিক্ষনীয় ঘটনা শ্রবন করুন এবং **আল্লাহ তায়ালা**র ভয়ে কেঁপে উঠুন! বিশেষকরে ঐ লোকেরা এই ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহন করুন, যারা রোযা রাখার পরও তাস, দাবা, লুডু, ভিডিও গেমস, সিনেমা নাটক, গান বাজনা ইত্যাদি মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকেনা।

কবরের ভয়ানক দৃশ্য

একদা হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم কবর যিয়ারত করার জন্য কূফার কবরস্থানে তাশরীফ নিয়ে যান। সেখানে একটা নতুন কবরের উপর তাঁর দৃষ্টি পড়লো। তাঁর মনে মৃতের অবস্থাদি জানার কৌতুহল সৃষ্টি হলো। **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে আরয করলেন: "হে **আল্লাহ**! এ মৃতের অবস্থা আমার সামনে প্রকাশ করে দাও!" তাৎক্ষণিকভাবে **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে তাঁর ফরিয়াদ মঞ্জুর হলো আর দেখতে দেখতেই তাঁর ও ঐ মৃতের মধ্যবর্তী যত পর্দা ছিলো সবই তুলে দেয়া হলো। তখন কবরের এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য তাঁর সামনে আসল। কী দেখলেন? দেখলেন যে, মৃত লোকটি আগুনের লেলিহান শিখায় ডুবে রয়েছে আর কেঁদে কেঁদে তাঁর নিকট এভাবে ফরিয়াদ করছিলো: يَا عَلِيُّ! اَنَا غَرِيْقٌ فِي النَّارِ وَحَرِيْقٌ فِي النَّار অর্থাৎ "হে আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم! আমি আগুনে ডুবে রয়েছি এবং আগুনে জ্বলছি।" কবরের ভয়ানক দৃশ্য ও মৃতের আর্ত-চিৎকার ও কষ্টদায়ক ফরিয়াদ হায়দারে কাররার হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم কে অস্থির করে তুললো। তিনি আপন দয়াবান প্রতিপালক **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে হাত উঠালেন এবং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ঐ মৃতের জন্য ক্ষমার দরখাস্ত পেশ করলেন। অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো: "হে আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم! আপনি তার পক্ষে সুপারিশ করবেন না। কেননা সে রোযা রাখা সত্ত্বেও রমযানুল মোবারককে অসম্মান করত, রমযানুল মোবারকে গুনাহ থেকে বিরত থাকতো না। দিনের বেলায় রোযা তো রেখে নিতো, কিন্তু রাতে পাপাচারে

লিপ্ত থাকতো।" মাওলায়ে কায়েনাত, মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এ কথা শুনে আরো দুঃখিত হলেন এবং সিজদায় পড়ে কেঁদে কেঁদে আরয করতে লাগলেন: **"হে আল্লাহ!** আমার মান সম্মান তোমার কুদরতের হাতে! এ বান্দা বড় আশা নিয়ে আমার নিকট সাহায্যের আবেদন করেছে। হে **আমার মালিক**! তুমি আমাকে তার সামনে অপমানিত করো না! তার অসহায়ত্বের উপর দয়াবান হও এবং এই বেচারাকে ক্ষমা করে দাও!" হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم কেঁদে কেঁদে মুনাজাত করছিলেন। **আল্লাহ তায়ালার** রহমতের সাগরে ঢেউ উঠল আর আওয়াজ আসলে: "ওহে আলী! আমি তোমার আন্তরিক দোয়ার কারণে তাকে ক্ষমা করে দিলাম।" সুতরাং ঐ মৃতের উপর থেকে আযাব তুলে নেয়া হলো।" **(আনীসুল ওয়ায়েযীন, ২৫ পৃষ্ঠা ও ফয়যানে সুন্নাত, ৬৭১ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই ঘটনায় আমাদের জন্য শিক্ষার অসংখ্য মাদানী ফুল বিদ্যমান। জীবিত মানুষ তো খুবই লম্পঝম্প করে কিন্তু যখন মৃত্যুর শিকার হয়ে কবরে নামিয়ে দেয়া হয়, তখন চোখ বন্ধ হওয়ার পরিবর্তে বাস্তবে খুলেই যায়। উত্তম আমল এবং **আল্লাহ তায়ালার** পথে প্রদত্ত সম্পদ তো কাজে আসে কিন্তু যেই ধন সম্পদ রেখে এসেছে তাতে কল্যাণের সম্ভাবনা না হওয়ারই সমান। ওয়ারিশদের থেকে এই আশা খুবই কম যে, তারা নিজের মরহুম আত্মীয়ের আখিরাতের কল্যাণের জন্য অধিকহারে সম্পদ ব্যয় করবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

৮টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি হলো "ঘর দরস"

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচাতে এবং ইবাদত ও রিয়াযতে মন লাগাতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং মাদানী কাজে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহন করুন, যেলী হালকার ৮টি মাদানী কাজের মধ্যে প্রতিদিনের একটি মাদানী কাজ হলো **"ঘর দরস"**, সকল ইসলামী বোনের নিকট অনুরোধ হলো যে, ঘরে মাদানী পরিবেশ সৃষ্টি করতে প্রতিদিন কমপক্ষে একবার ফয়যানে সুন্নাতের দেয়ার বা শুনার

ব্যবস্থা অবশ্যই করুন (তাতে যেনো নামুহরিম না থাকে)। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সংকলিত রিসালা থেকেও সুযোগ অনুযায়ী দরস দেয়া যেতে পারে। (সময়সীমা ৭ মিনিট) اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ ঘর দরসেও ইলমে দ্বীনের মূল্যবান মনি মুক্তা লটানো হয় এবং ইলমে দ্বীন শিখার ফযীলতে কথা কি আর বলবো যে, হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি **আল্লাহ তায়ালার** ফরয সম্পর্কীত একটি বা দু'টি অথবা তিন কিংবা চারটি বা পাঁচটি বাক্য শিখলো এবং ভালভাবে স্মরণ করে নিলো অতঃপর মানুষদের শিখায় তবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।" হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়ারা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: "আমি **রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর থেকে এই বিষয়টি শুনার পর কোন হাদীস ভুলিনি।" **(আত তারগিব ওয়াত তারহিব, কিতাবুল ইলম, ১/৫৪, নম্বর- ২০)**

আপনারাও ঘরে দরস দেয়ার নিয়্যত করে নিন, আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি:

ঘরে দরস শুরু করে দিলো

আত্তার ওয়ালিয়্যা (বুরুলিয়্যা, ওহাঠি, পাঞ্জাব) এর এক ইসলামী বোন অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে ছিলো, শরয়ী পর্দারও কোন মানসিকতা ছিলো না, সৌভাগ্যক্রমে কেউ তাকে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বিশ্ব বিখ্যাত রচনা **"ফয়যানে সুন্নাত"** উপহার স্বরূপ পেশ করলো, এর নির্বাচিত স্থানগুলো পাঠ করাত তার অনুমান হয়ে গেলো যে, এটি খুবই মনমুগ্ধকর এবং জ্ঞান সমৃদ্ধ কিতাব। সুতরাং এরপর তার প্রতিদিনকার অভ্যাসে পরিনত হয়ে গেলো যে, ফয়যানে সুন্নাতের কিছুনা কিছু শুধু পাঠ করতো না বরং নিজের দাদাজানকেও শুনাতো, যা তিনি খুবই মনযোগ দিয়ে শুনতো, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ কিছুদিনের মধ্যেই রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিনের ইতিকাফ মসজিদে বাইতে করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো এবং সে ইতিকাফের সময় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত **ফয়যানে সুন্নাত** পাঠ করার নিয়্যত করে নিলো। যখন নফল

নামায ও তিলাওয়াত করা থেকে অবসর হতো তখন **ফয়যানে সুন্নাত** অধ্যয়নে লিপ্ত হয়ে যেতো এবং পাশাপাশি নিজের আমলের পরিসংখ্যানও করতো, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه থেকে বাইয়াত গ্রহনের সৌভাগ্য তো পূর্বেই অর্জন করেছিলো, এখন তাঁর প্রভাবময় রচনাগুলো পাঠ করাতে নেকী করা এবং গুনাহ থেকে বিরত থাকার মানসিকতাও তৈরী হলো, আর এই প্রেরণায় সে নিয়মিত ঘর দরস শুরু করে দিলো, যার বরকতে ধীরে ধীরে ঘরে মাদানী পরিবেশ সৃষ্টি হতে লাগলো। টিভির ভয়াবহতা থেকে পিছু ছাড়িয়ে নিলো, নিয়মিত নামায এবং শরয়ী পর্দা করার মানসিকতা তৈরী হলো আর এভাবেই اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তার ঘরের সকলেই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সুন্নাতের অনুসারী হয়ে গেলো। **আল্লাহ তায়ালা** এরূপ দয়া হলো যে, তার বিবাহও **দা'ওয়াতে ইসলামী** একজন মুবাল্লিগের সাথে খুবই সাদাসিধে ভাবে সম্পন্ন হলো, ওলীমার রাতে ইজতিমায়ে যিকির ও নাতও করা হলো। আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর **আল্লাহ তায়ালা**র দয়া হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের মাগফিরাত হোক।

"যদি আপনাদেরও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে মাধ্যমে কোন মাদানী বাহার বা বরকত অর্জিত হয় তবে বয়ানে শেসে মাদানী বাহারের স্টলে লিখিতভাবে জমা করিয়ে দিন।"

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মজলিশ মাকতুবাত ও তাবীযাতে আত্তারীয়া

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** ১০৪ টিরও বেশী বিভাগে মাদানী কাজ করে যাচ্ছে, এর মধ্যে একটি বিভাগ হচ্ছে **"মজলিশ মাকতুবাত ও তাবীযাতে আত্তারীয়া"**, যা রোগী এবং পেরেশানগ্রস্থ ইসলামী ভাইদের কল্যাণ কামনায় ব্যস্ত রয়েছে। এই মজলিশের পক্ষ থেকে প্রতি মাসে প্রায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার (১,২৫,০০০) রোগী এবং পেরেশানগ্রস্থ মানুষকে প্রায় চার লাখেরও (৪,০০,০০০) বেশী তাবীয ও আত্তারীয়া ওযীফা **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একেবানে বিনা মূল্যে বিতরন করা হয়। মনে রাখবেন! তাবীযাতে আত্তারীয়া (আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পক্ষ থেকে

অনুমতি সম্পন্ন তাবীয) এর বরকত শুধুমাত্র কোন বিশেষ এলাকা বা শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং পৃথিবীর অসংখ্য দেশে প্রতিদিন হাজারো রোগীকে তাবীযাতে আত্তারীয়া **ফি সাবিল্লিাহ** দেয়া হয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদের উচিৎ যে, দুনিয়াবী খেল তামাশায় সময় নষ্ট করার পরিবর্তে **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য অধিকহারে নেক আমল করুন। কেননা আমাদের এই জীবন খেলাধুলা এবং চিত্তবিনোদনের জন্য নয় বরং এরূপ কাজের জন্য দেয়া হয়েছে, যা সম্পাদনে **রাব্বুল আনামের** সন্তুষ্টি অর্জিত হবে।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় দুনিয়া মিষ্টি এবং সতেজ আর **আল্লাহ তায়ালা** এই দুনিয়ায় তোমাকে খেলাফত প্রদান করেন, ব্যস দেখেন যে, তোমরা কিরূপ আমল করো।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতন, বাবুল ফিতনাতুন নিসা, ৪র্থ খন্ড, ৩৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪০০০)

ব্যস মনে রাখবেন! মৃত্যুর পর প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে, যদি দুনিয়ায় ভাল আমল করে থাকে তবে এর প্রতিদান পাবে এবং যদি আল্লাহ না করুক নফস ও শয়তানের ধোকায় পরে জীবনকে গুনাহের মধ্যে অতিবাহিত করে তবে জাহান্নামের শাস্তির অধিকারী সাব্যস্ত হবে। যেমনটি ৩০ পারার সূরা যিলযালের ৭ ও ৮ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۝
وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝

(পারা ৩০, সূরা যিলযাল, আয়াত ৭ ও ৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং যে এক অণু পরিমাণ সৎকাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে এবং যে অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে।

নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমান সেই, যার মন ও মনে গুনাহের ভয়াবহতা বদ্ধমূল রয়েছে এবং সে শুধু নিজেকে এর থেকে বাঁচায় না বরং নেকী করে **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি অর্জন করে, কিন্তু আফসোস! শত কোটি আফসোস! দ্বীন থেকে দূরত্ব এবং ইসলামী জ্ঞানের অভাবের প্রতিফল আমাদের সামনে বিদ্যমান যে, চারিদিকে গুনাহের প্রচন্ডতা চলছে, যেদিকেই দৃষ্টি দিই আমলহীনতায় সয়লাব, অতচ **আল্লাহ তায়ালার**

বিধানাবলীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার প্রতিফল ধ্বংসযজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু নেই।

গুনাহের দশটি ক্ষতি

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নিশ্চয় গুনাহের মাধ্যমে কখনোই কোন উপকারীতা অর্জিত হতে পারেনা, বরং এতে ক্ষতিই ক্ষতি। গুনাহের কিরূপ ভয়াবহতা যে, এর ধ্বংসযজ্ঞতার অনুমান এই বিষয় থেকে করুন।

আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেন যে, তোমরা **আল্লাহ তায়ালা**র এই বাণী দ্বারা কখনোই ধোঁকায় পরোনা:

مَنۡ جَآءَ بِالۡحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشۡرُ اَمۡثَالِهَا ۚ وَمَنۡ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجۡزٰۤى اِلَّا مِثۡلَهَا

(পারা ৮, সূরা আল আনআম, আয়াত ১৬০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ যে কেউ একটা সৎকর্ম করবে, তবে তার জন্য তদনুরূপ দশগুণ রয়েছে আর যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজ করে, তবে এর প্রতিফল শুধুমাত্র ততটুকুই প্রদান করা হবে।

কেননা গুনাহ যদিওবা একটিই হয় তবুও নিজের সাথে দশটি মন্দ স্বভাব নিয়ে আসে: (১) যখন বান্দা গুনাহ করে তখন **আল্লাহ তায়ালা** রাগান্বিত হয়ে যায় এবং তিনি তা পূরণ করার উপর ক্ষমতা রাখে (২) সে (গুনাহ সম্পাদনকারী) অভিশপ্ত ইবলিশকে আনন্দিত করে (৩) জান্নাত থেকে দূরে হয়ে যায় (৪) জাহান্নামের নিকটবর্তী হয়ে যায় (৫) সে তার সবচেয়ে প্রিয় জিনিষ অর্থাৎ নিজের স্বত্বাকে কষ্ট দেয় (৬) সে তার বাতিনকে অপবিত্র করে দেয় অথচ সে পবিত্র হয়ে থাকে (৭) আমল লিখক ফিরিশতা অর্থাৎ কিরামান কাতেবীনকে কষ্ট দেয় (৮) সে **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে রওযায়ে মোবারাকায় দুঃখিত করে দেয়। (৯) জমিন ও আসমান এবং সকল সৃষ্টিকে নিজের অবাধ্যতার স্বাক্ষী বানিয়ে নেয় (১০) সে সকল মানুষের সাথে খেয়ানত করে এবং **আল্লাহ তায়ালা**র অবাধ্য করে থাকে।

(বাহরুদ দুমু, আল ফসলুস সানি আওয়াকিবুল মা'ছিয়াতি, ৩০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! গুনাহের কারণে আখিরাতের ক্ষতিসমূহ এবং জাহান্নামের আযাবের শাস্তি ও কবরে বিভিন্ন ধরনের আযাবে লিপ্ত হওয়া সম্পর্কে তো প্রত্যেক ব্যক্তি জানে, কিন্তু মনে রাখবেন! গুনাহের ভয়াবহতায় মানুষ দুনিয়ায়ও

বিভিন্ন ক্ষতির সম্মূখীন হতে থাকে, যার মধ্যে কয়েকটি হলো: (১) রোজগার কমে যাওয়া (২) বালা মুসিবদের আধিক্য (৩) বয়স কমে যায় (৪) অন্তরে এবং অনেক সময় পুরো শরীরে হঠাৎ দূর্বলতা সৃষ্টি হয়ে স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায় (৫) ইবাদত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাওয়া (৬) জ্ঞান লোপ পাওয়া (৭) মানুষের দৃষ্টিতে অপদস্ত হয়ে যাওয়া (৮) ইবাদত থেকে বঞ্চিত হওয়া (৯) নেয়ামত হারিয়ে যাওয়া (১০) সবসময় মন খারাপ থাকা (১১) হঠাৎ নিরাময় রোগে আক্রান্ত হয়ে যাওয়া (১২) **আল্লাহ তায়ালা**, তাঁর ফিরিশতা, নবীগণ এবং নেক বান্দাগণের অভিশাপে গ্রেফতার হয়ে যাওয়া (১৩) চেহারা থেকে ঈমানের নূর চলে যাওয়ার কারণে চেহারা নিষ্প্রভ হয়ে যাওয়া (১৪) লজ্জা ও আত্মসম্মানবোধ চলে যাওয়া (১৫) চারিদিক থেকে অপমান, অপদস্ততা এবং বিফলতার আধিক্য হয়ে যাওয়া ইত্যাদি গুনাহের ভয়াবহতার কারণে বড় বড় দুনিয়াবী ক্ষতি হতে থাকে। (জান্নাতী যেওর, ১৪৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! সংক্ষিপ্তাকারে কয়েকটি গুনাহ এবং এর ভয়াবহতা ও ধ্বংসযজ্ঞতা সম্পর্কে শ্রবণ করি আর এর থেকে বাঁচার দৃঢ় অঙ্গিকার করি। সুতরাং এর মধ্যে একটি মিথ্যাও। এটি ঐ মন্দ অভ্যাস, দ্বীন ও দুনিয়ায় মিথ্যুকের কোন স্থান নেই। মিথ্যুক ব্যক্তি সব জায়গায় অপমান ও অপদস্ত হয়ে থাকে এবং সকল সভা ও সকল মানুষের সামনে অবজ্ঞা ও লাঞ্ছিত হয়ে যায়, **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন: "বান্দা পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না ঠাট্টাচ্ছলেও মিথ্যা বলা এবং ঝগড়া করা ছাড়বে না, যদিওবা সত্যবাদী হোকনা কেন।" (মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদে আবী হুরায়রা, হাদীস নং-৮৬৩৮, ৩য় খন্ড, ২৬৮ পৃষ্ঠা) অনুরূপভাবে গীবতের ভয়াবহতা যে, এটি মন্দ মৃত্যুর কারণ, অধিকহারে গীবতকারীর দোয়া কবুল হয়না, অধিকহারে গীবতকারীর দোয়া কবুল হয়না, গীবতের কারণে নামায রোযার নূরানিয়্যত চলে যায়, গীবতের ভয়াবহতার অনুমান **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই বাণী দ্বারাও করুন যে, اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا অর্থাৎ গীবত যেনার চেয়েও বড় গুনাহ। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, ৩৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৪) অনুরূপভাবে চুগলীর কারণেও ঘর ধ্বংস, পরস্পর বিতর্ক এবং ঘৃণা ও বিদ্বেষ লালিত হয় এবং এরূপ ব্যক্তিকে আল্লাহ তালাও পছন্দ করেননা, হাদীসে পাকে এসেছে যে, **আল্লাহ তায়ালার** নেক বান্দা

হলো সেই যাকে দেখলে **আল্লাহ তায়ালা**কে স্মরণ আসে এবং **আল্লাহ তায়ালা**র মন্দ বান্দা হলো নেই, যে চোগলখোরি করে, বন্ধুদের মাঝে দূরত্ব এবং নেক লোকেদের দোষ অন্বেষণ করে। (মুসনাদের আহমদ, ৬/২৯১, হাদীস নং-১৮০২০) চুগলীর ন্যায় গালাগালি থেকেও ফিতনা ফ্যাসাদ, পরস্পর ঘৃণা জন্ম নেয়, খুন খারাবী, ঝগড়া এবং খুবই ধ্বংসযজ্ঞতা হয়ে থাকে। **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মুসলমানকে গালি দেয়া, নিজেকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করার মতোই।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুল আদব, ৩য় খন্ড, ৩৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৩৬৩) অনুরূপভাবে হিংসাও খুবই মন্দ স্বভাব এবং অনেক বড় গুনাহ, হিংসুক সারা জীবন মনকষ্টের আগুনে জলতে থাকে এবং তার প্রশান্তি নসীব হয়না, হিংসা নেকীকে এমনভাবে পোড়ায়, যেমন আগুন লাকড়ীকে পোড়ায়। এভাইে অহঙ্কারের প্রতি যদি দৃষ্টি দেয়া হয় তবে এর কারণে **আল্লাহ তায়ালা** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টি, সৃষ্টির বিষন্নতা, হাশরের ময়দানে অপমান ও অপদস্ততা, **রব তায়ালা**র রহমত এবং জান্নাতের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত ও জাহান্নামের অধিকারী হওয়ার মতো বড় বড় ক্ষতির সম্মুখিন হতে হবে। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যার অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণও অহঙ্কার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাবু তাহরীমিল কবীর ওয়া বায়ানা, হাদীস নং-১৪৭, ৬০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! দেখলেন তো আপনারা, এই গুনাহ সমাজে কিরূপ অপকর্মের জন্ম দেয়। সুতরাং গুনাহ ছোট হোক বা বড়, এর থেকে বেঁচে থাকাই নিরাপত্তা, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা বিলাল বিন সা'আদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: গুনাহ ছোট হওয়ার দিকে তাকিয়ো না বরং এটা দেখো যে, তুমি কার অবাধ্যতা করছো। (আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবাইর, ১/২৭) সুতরাং যদি গুনাহের ইচ্ছা পোষণ করার সময় আমাদের এই মাদানী ভাবনা হয়ে যায় যে, আমি যেই **রব তায়ালা**র অবাধ্যতা করছি, তিনি তো আমাকে সর্বদা সর্ববস্থায় আমাকে দেখছেন, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অনুরূপভাবে অনেকাংশে গুনাহ থেকে মুক্তি নসীব হয়ে যাবে। গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং মুক্তি পাওয়ার একটি উত্তম উপায়, কোন উত্তম পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়াও। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আজকের এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ, **আল্লাহ তায়ালা** একটি মহান নেয়ামত। আপনারাও এই সুবাশিত মাদানী

পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জিত হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সৈয়দ বংশীয়দের সম্মানের মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সৈয়দ বংশীদের সম্মান সম্পর্কে কয়েকটি মাদানী ফুল শুনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। প্রথমেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী পর্যবেক্ষণ করি। (১) ইরশাদ হচ্ছে: যে আমার আহলে বাইতের মধ্যে কারো সাথে উত্তম ব্যবহার করবে, আমি কিয়ামতের দিন তাকে এর প্রতিদান দিবে। (জা'মেয়ে সগীর, ৫৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৮৮২১) (২) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানদের মধ্য থেকে কারো সাথে দুনিয়ায় নেকী (কল্যাণ) করবে, যখন সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে সাক্ষাত করবে তখন তার প্রতিদান দেয়া আমার উপর আবশ্যক।

(তারিখ বাগদাদ, ১০/১০২, হাদীস নং-৫২২১)

সৈয়দ বংশীয়দের সম্মানের মাদানী ফুল

☆ সৈয়দ বংশীয়দের সম্মান করা ফরয এবং তাদের অপমান করা হারাম। (কুফরীয়া কালেমাত কে বারে মে সওয়াল জাওয়াব, ২৭৭ পৃষ্ঠা) ☆ সৈয়দ বংশীদের সম্মান ও আদবের আসল কারণ এটাই যে, এরা **রাসূলে কায়েনাত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র শরীরের অংশ। (সা'দাতে কিরাম কি আযমত, ৭ পৃষ্ঠা) ☆ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান ও আদবের মধ্যে এটাও রয়েছে যে, ঐ সকল বিষয় যা **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পর্কীত,

সেসবের সম্মান করা। (আশ শিফা, ৫৬ পৃষ্ঠা, ৬ষ্ঠ অংশ। সা'দাতে কিরাম কি আযমত, ৮ পৃষ্ঠা) ✯ সম্মানের জন্য না দৃঢ় বিশ্বাস আবশ্যক, না কোন বিশেষ সনদের প্রয়োজন, সুতরাং যারা নিজেরকে সৈয়দ বলে দাবী করে তাদেরই সম্মান করা উচিৎ। (সা'দাতে কিরাম কি আযমত, ১৪ পৃষ্ঠা) ✯ যদি কোন বদ মাযহাব নিজেকে সৈয়দ বলে দাবী করে এবং তার বদ মাযহাবী যদি কুফর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, তবে কখনোই তার সম্মান করা যাবে না। (সা'দাতে কিরাম কি আযমত, ১৭ পৃষ্ঠা) ✯ যে আসলেই সৈয়দ নয় এবং জেনে শুনে সৈয়দ হতে চায়, সে অভিশপ্ত, তার ফরয কবুল হবে না। (সা'দাতে কিরাম কি আযমত, ১৬ পৃষ্ঠা) ✯ সৈয়দ বংশীয়দের সম্মান **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২২/৪২৩। সা'দাতে কিরাম কি আযমত, ৮ পৃষ্ঠা) ✯ শিক্ষকরাও সৈয়দ বংশীদের মারা থেকে বিরত থাকুন। (কুফরীয়া কালেমাত কে বারে মে সওয়াল জওয়াব, ২৮৪ পৃষ্ঠা) ✯ সৈয়দ বংশীয়দেরকে এমন কাজের জন্য চাকুরীতে রাখা যাবে, যাতে অপমানিত না হয়, তবে অপমানিত কাজে তাদের চাকুরীতে রাখা জায়িয নেই। (সা'দাতে কিরাম কি আযমত, ১২ পৃষ্ঠা) ✯ সৈয়দকে সৈয়দ হওয়ার জন্যই অপমানিত করা কুফর।

(কুফরীয়া কালেমাত কে বারে মে সওয়াল জওয়াব, ২৭৬ পৃষ্ঠা)

ঘোষনা

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত কিতাব **"জান্নাত মে লে জা'নে ওয়ালে আ'মাল"** এর ৩৮৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হয়েছে যে, "হযরত সায়্যিদুনা আবু যর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "হে আবু যর! সকালবেলা **কিতাবুল্লাহ**র একটি আয়াত শিখার জন্য যাওয়া তোমার জন্য একশত রাকাত নফল পড়ার চেয়ে উত্তম এবং তোমার সকালবেলা ইলমের একটি অধ্যায় শিখার জন্য যাওয়া তোমার জন্য হাজার রাকাত নফল পড়ার চেয়ে উত্তম।"

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সুন্নাতা, বাবু ফসলে মান তাআল্লামাল কোরআসে ওয়া আল্লামাহু, ১ম খন্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২১৯)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই ফযীলত অর্জন করার জন্য **১ম** রমযানুল মোবারক থেকে ২০ দিনের সংক্ষিপ্ত **"ফয়যানে তিলাওয়াতে কোরআন"** কোর্স এলাকা পর্যায়ে শুরু

হচ্ছে। যাতে ইসলামী বোনদেরকে কোরআন তিলাওয়াত শুনার পাশাপাশি অনুবাদ ও তাফসির (মনমুগ্ধকর কোরআনী ঘটনাবলী) শুনার সৌভাগ্য নসীব হবে, সকল ইসলামী বোনদের প্রতি মাদানী অনুরোধ যে, এই কোর্সে শুধু নিজে নয় বরং অন্যান্য ইসলামী বোনদেরও ইনফিরাদী কৌশিশ করে এই কোর্সে ভর্তি করিয়ে দিন।

সকল যিম্মাদার ইসলামী বোনেরা এই নিয়্যত করুন যে, রমযান মাসের বরকত অর্জনে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মাদানী কাজ তারবিয়্যতি হালকা এবং **সাপ্তাহিক মাদানী দাওরায়** অবশ্যই অংশগ্রহন করবো।

সকল ইসলামী বোন নিয়্যত করে নিন যে, সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়মিত অংশগ্রহন করবো, যদি আমরা নিয়মিত সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহন করি তবে ভাল ভাল বিষয় শিখতে থাকবো। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** দেশ বিদেশে প্রায় ১০৪টি বিভাগে দ্বীনে মতিনের খেদমত করে যাচ্ছে, অথচ অবস্থা এমন যে, আজকাল গুনাহের প্রসারে অনেক বেশি পুঁজি খরচ করা হচ্ছে, আসুন! আমরা গুনাহকে থামাতে এবং দ্বীনকে প্রসার করতে নিজের পুঁজিকে খরচ করার প্রতিজ্ঞা করে নিই।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** দেশ বিদেশে বছরে প্রায় ৬০০টি মসজিদ তৈরী করছে (দৈনিক প্রায় ২টি)। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সকাল সকাল সদকা করো, কেননা বালা মুসিবত সদকাকে অতিক্রম করে কদম বাড়ায় না।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিয যাকাত, ৩/২১৪, হাদীস নং-৩৩৫৩)

নিয়্যত করে নিন যে, নিজের সকল ওয়াজিব ও নফল সদকা (যাকাত, ফিতরা, সদকা, দান ইত্যাদি) আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে প্রদান করবো। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ **আল্লাহ তায়ালা** আমলের তৌফিক দান করুন। اٰمِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে সালামা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا বলেন যে, **শাহানশাহে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মহিলাদের নিজের রুমে নামায পড়া, ঘরের সীমানায় নামায পড়ার চেয়ে উত্তম এবং এর সীমানায় নামায পড়া আঙ্গিনায় নামায পড়া থেকে উত্তম আর আঙ্গিনায় নামায পড়া ঘরের বাইরে নামায পড়া থেকে উত্তম।

(জান্নাত মে লে জানে ওয়ালে আ'মাল, ১০২ পৃষ্ঠা)

অনুরূপভাবে অপর একটি হাদীসে মোবারাকায় উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে সালামা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا থেকে বর্ণিত যে, **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মহিলাদের নামায পড়ার জন্য সবচেয়ে উত্তম স্থান হলো তার ঘরের কুঠরী।" রমযান মাসের আগমন সন্নিকটে, এই মোবারক মাসে ইসলামী বোনেরা বিশেষভাবে তারাবি এবং সালাতুত তাসবীহের নামায পড়ে থাকে। নিয়্যত করে নিন যে, এই দু'টি হাদীসে মোবারাকার প্রতি আমল করে যেভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আমরা ঘরে আদায় করি, তেমনিভাবে তারাবি ও সালাতুত তাওবাহও নিজেদের ঘরেই আদায় করবো।